বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর- ১৭০১

সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমূহের উপকারভোগী নির্বাচন ম্যানুয়াল

সামাজিক নিরাপত্তার অন্যতম মৌলিক মানদন্ড হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য ক্রয়ের সক্ষমতা এবং ভোগের নিশ্চয়তা। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, রূপকল্প-২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে । সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতের মাধ্যমে দেশের টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করা।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান নিয়ামক ধান । এখানে খাদ্য বলতে প্রধানত ধান বা চালের নিরাপত্তাকেই বুঝানো হয়। দেশের ধানের জাত উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

ধান দেশের জনগণের প্রধান খাদ্য শস্য এবং শতকরা প্রায় ৮২ ভাগ কৃষি জমিতে ধান চাষ হয়ে থাকে। দেশের সিংহভাগ মানুষের জীবিকা এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। শ্রম শক্তির প্রায় শতকরা ৪৭.৩ ভাগ কৃষি কাজে নিয়োজিত। কিন্তু বর্তমানে ধানের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় উফশী ধান চাষে কৃষক লাভবান হতে পারছেনা। এমতাবস্থায়, প্রায় সমপরিমাণ খরচে একক ইউনিট এরিয়া হতে হাইব্রিড ধান চাষে প্রচলিত উফশী জাতের চেয়ে কমপক্ষে শতকরা ২০ভাগ অধিক ফলন পাবে, ফলশ্রুতিতে কৃষকের আয় বৃদ্ধির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে এবং দেশের মোট ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, নিশ্চিত হবে দেশের টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা। হাইব্রিড ধান প্রযুক্তির উপর একদল প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল তৈরী হবে এবং হাইব্রিড বীজ উৎপাদন ও এর বাজারজাতকরণে অধিক লোকের জীবিকা নির্বাহের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে।

স্বাভাবিক গবেষণা কার্যক্রমের পাশাপাশি ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধানের জাতের প্রদর্শনী এবং আধুনিক প্রযুক্তির উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন করা ব্রি-এর অন্যতম ম্যান্ডেট। এর আওতায় ব্রি'র বিভিন্ন বিভাগ ও আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক নানা ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বীজ সহায়তা প্রদান, প্রযুক্তি প্রর্দশনী স্থাপন, কৃষকের মাঠে মাঠ দিবস আয়োজন ও কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপকারভোগী নির্বাচন একটি অন্যতম কাজ। বিশেষ কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তা নির্বাচন করা হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়া নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে প্রধানত তিন ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়;

- **বীজ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে উপকারভোগী নির্বাচন**
- **প্রদর্শনী স্থাপন ও মাঠ দিবস আয়োজনের ক্ষেত্রে উপকারভোগী নির্বাচন**
- **প্রশিক্ষণের জন্য কৃষক নির্বাচন**

এ সকল কার্যক্রম এর উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া নিম্নরুপ-

১। বীজ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া:

ক) নতুন জাতের বীজ বিনামূল্যে প্রদানে অগ্রসর আগ্রহী প্রকৃত কৃষককে প্রাধান্য দেয়া হয়, যাদের ঝুঁকি গ্রহণের সামর্থ্য রয়েছে। অগ্রসর আগ্রহী কৃষক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় কৃষক প্রতিনিধি এবং প্রয়োজনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মতামত গ্রহণ করা হয়।

খ) হাইব্রিড জাতের ধান চাষ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে বীজ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং দরিদ্র বর্গাচাষীগণকে প্রাধান্য দেয়া হয়, যাতে সে ফসল উৎপাদনে আর্থিক সুবিধা পায়। উল্লিখিত কৃষক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, স্থানীয় কৃষক প্রতিনিধি, বিভিন্ন

আ.কা. ব্রি এবং প্রয়োজনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বীজ সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কৃষকের আগ্রহ এবং আবাদি জমিতে সংশ্লিষ্ট হাইব্রিড ধান চাষের উপযোগিতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

গ) হাইব্রিড বীজ বর্ধনের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি বীজ কোম্পানী নির্বাচন করা হয় যার বীজ প্রক্রিয়াকরণ, বিশুদ্ধতা বজায় রাখা ও বীজ সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত ও ভৌত সুবিধার সক্ষমতা রয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং লাইসেন্স ধারী বীজ কোম্পানী নির্বাচিত করা হয় অথবা ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ঘ) কোন পুনর্বাসন কর্মসূচির অধীনে বীজ বিতরণ করা হলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা অনুসারে বিনামূল্যে বীজ বিতরণ করা হয়। এক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, স্থানীয় কৃষক প্রতিনিধি, আ.কা. ব্রি এবং প্রয়োজনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির পরামর্শ ও সহায়তা নেওয়া হয়।

ঙ) বীজ সহায়তা প্রদান কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন এলাকায় বীজ প্রদানের সময় জাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে জাতসমূহের এলাকাভিত্তিক উপযোগিতা, কৃষকদের মতামত, বাজার ব্যবস্থা, স্থানীয় চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

২। প্রদর্শনী স্থাপন ও মাঠ দিবস আয়োজনের ক্ষেত্রে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া:

ক) প্রদর্শনী স্থাপনের জন্য ধান চাষের উপযোগী, উর্বর, সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন জমি ও অগ্রসর কৃষকদের বাছাই করা হয়। উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য উক্ত জমির বিগত বছরের ফলন ও আবাদ সম্পর্কিত তথ্য বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

খ) কর্মঠ ও উদ্যোমী কৃষক বাছাই করা হয়। এক্ষেত্রে অগ্রসর কৃষক যারা নিয়মিত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রাখে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

গ) প্রদর্শনী স্থাপনের জন্য প্রতিবছর একই জমি ও কৃষককে নির্বাচন থেকে বিরত রাখা হয়। প্রদর্শনী স্থাপন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন এলাকায় বীজ প্রদানের সময় জাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে জাতসমূহের এলাকাভিত্তিক উপযোগীতা বিবেচনা করা হয়।

ঘ) প্রদর্শনীর সকল উপকরণের খরচ বিণামূল্যে প্রদানের সুবিধা থাকলে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র কৃষক বাছাই করা হয়।

ঙ) মাঠ দিবস আয়োজনের সকল খরচ ইনস্টিটিউট কর্তৃক বহন করা হয়।

চ) মাঠ দিবস আয়োজন অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এলাকার কৃষাণ-কৃষাণী, জনপ্রতিনিধিসহ সকল শ্রেনীপেশার মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

৩। প্রশিক্ষণ আয়োজনের ক্ষেত্রে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া:

ক) প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্টতা যাচাই করে কৃষক নির্বাচন করা হয়। কৃষক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, স্থানীয় কৃষক প্রতিনিধি এবং প্রয়োজনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মতামত গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও এলাকাভিত্তিক রোগ ও পোকামাকড়ের সংক্রমণের ধরনকে প্রাধান্য দিয়েও প্রশিক্ষণের স্থান ও কৃষক নির্বাচন করা হয়।

খ) ইতোপূর্বে যে সমস্ত কৃষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেনি এমন কৃষকগণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

গ) ইনস্টিটিউট হতে স্বপ্রণোদিত ভাবে বিনামূল্যে কৃষকগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

ঘ) প্রতিটি কৃষক প্রশিক্ষণে কৃষাণীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।

ঙ) অগ্রসর কৃষক যারা নিয়মিত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রাখে এমন কর্মঠ ও উদ্যোমী কৃষককে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

সুপারিশঃ

উপরোক্ত উপকারভোগী নির্বাচনের সাধারণ শর্তাবলীসমূহকে একটি সুনির্দিষ্ট কৃষক নির্বাচন ম্যানুয়ালে রূপদান করার জন্য সর্বাগ্রে কৃষকের বিস্তারিত তথ্য সংবলিত ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়ন করা আবশ্যক। পাশাপাশি এ সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নে জড়িত সকল অংশীজনের সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকরী কৃষক নির্বাচন ম্যানুয়াল প্রস্তুত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী। সর্বোপরি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়, সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষ সমন্বয় থাকা অত্যাবশ্যক।